সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ
(Concepts Related to Social Work)

ইউনিট 4

ভূমিকা

সাধারণ অর্থে প্রত্যয় বলতে কোনো কল্পনাকৃত ধারণা বা বিশ্বাসকে বোঝায়। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রত্যয় হলো তত্ত্বের অধীনস্ত বিষয়-ধারণা। সামাজিক তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন প্রত্যয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কগত পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কোনো সামাজিক বিষয়ের তত্ত্ব গঠিত হয়। সুতরাং একটি একাডেমিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা আধুনিক সমাজকর্মের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি অনুধাবনে এবং পেশাগত অনুশীলনে এ প্রত্যয়গুলোর জ্ঞান আবশ্যক।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : সমাজকল্যাণের ধারণা
পাঠ-৪.২ : সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ-৪.৩ : সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ
পাঠ-৪.৪ : সমাজকর্ম ও সমাজসেবা
পাঠ-৪.৫ : সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা
পাঠ-৪.৬ : সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ-৪.৭ : সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন
পাঠ-৪.৮ : সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
পাঠ-৪.৯ : সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার
পাঠ-৪.১০ : সমাজসংস্কার আন্দোলন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষা

পাঠ-৪.১ সমাজকল্যাণের ধারণা (Concept of Social Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.১ সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

৪.১ সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা

সমাজবদ্ধ জীবনযাপন থেকেই মানবকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর এর সাথে যুক্ত হয় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। বস্তুত অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি এবং ধর্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্র অসহায় অক্ষম মানুষকে সহযোগিতার মনোভাব থেকেই ধীরে ধীরে সমাজকল্যাণ বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সেবা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়। আর এর ফলে ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুভূত হয় আধুনিক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার। মূলত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত নতুন নতুন ও জটিল সমস্যার সমাধানে বিকাশ ঘটে পেশাগত সমাজকর্মের। সমাজকল্যাণ সমাজকর্মের সনাতন রূপ আর সমাজকর্ম সমাজকল্যাণের পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক রূপ। সমাজকল্যাণের ধারণা পেতে হলে অবশ্যই কতগুলো সংজ্ঞার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। W. A. Friedlander তাঁর *"Introduction to social Welfare"* গ্রন্থে

বলেন, সমাজকল্যাণ হলো সমাজসেবা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এমন এক সংগঠিত (সাহায্য) পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে, যা তাদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম করে তোলে।

Robert L. Barker সম্পাদিত "*The Social Work Dictionary*" †ত বলা হয়েছে, সমাজকল্যাণ হলো একটি দেশের বিভিন্ন কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবার একক ব্যবস্থা যা মানুষের ঐসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে সহায়তা করে যেগুলো সমাজ সংরক্ষণের জন্য মৌলিক বলে বিবেচিত।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোতে সমাজকল্যাণের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ঘটে। শুধু ব্যক্তি, দল, সমষ্টি নয় গোটা সমাজের মানুষের কল্যাণে সমাজকল্যাণ নিয়োজিত।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ যেমন একটি সংগঠিত সাহায্য ব্যবস্থা তেমনি এটি একটি সুসংঘবদ্ধ জ্ঞানের শাখা বা পাঠ্য বিষয়। সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত বিষয়। বিভিন্ন জ্ঞান ও বিষয়ের সমারোহে এটি সমৃদ্ধ। এটি প্রধানত একটি বাস্তবধর্মী, কর্মমুখী এবং অনুশীলনধর্মী বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। Welfare অর্থ কী?

ক) সমাজ খ) সেবা

গ) নিরাপত্তা ঘ) কল্যাণ

২। W. A. Friedlander এর বইয়ের নাম কী?

ক) Introduction to Social Welfare খ) Social Work Dictionary

গ) Social Work Year Book ঘ) Society Today

পাঠ-৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals and Objectives of Social Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৪.২ সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গলজনক অবস্থা সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে W. A. Friedlander এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ, সুস্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান অর্জন, অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন না করে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার নিশ্চায়তা বিধান করা।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা এবং সমাজকল্যাণের অন্যান্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো :

১. **মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা দান :** অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হলো মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়া। মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তাই সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল, সমষ্টির প্রাথমিক ও মৌলিক চাহিদা পূরণে তাদের সচেষ্ট করে তোলা।

২. **উন্নত জীবনমান অর্জনে সাহায্য করা :** কোনো ভাবে বেঁচে থাকা নয় বরং সুস্থ ও উন্নত জীবনমান অর্জন করা সকল মানুষের কাম্য। সেজন্য সমাজকল্যাণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনযাত্রার কাঙ্খিত মান অর্জনে সহায়তা করা।

৩. **স্বাবলম্বী মনোভাব সৃষ্টি করা :** সমাজকল্যাণ স্বাবলম্বন নীতি অনুসরণ করে। মানুষ যাতে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ ও সমস্যার প্রতিকার বা লাঘব করতে পারে সে লক্ষ্যে সমাজককল্যাণ কাজ করে।

৪. **সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন :** সমস্যা মোকাবিলা এবং জীবযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সমাজকল্যাণ ব্যক্তি ও দলের সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দেয়। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে।

৫. **অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা :** সমাজকল্যাণের বহুমুখী লক্ষ্যের মধ্যে মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং অন্যের অধিকার রক্ষা করে অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা অন্যতম।

৬. **সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা :** সমাজে মানুষের অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদার ও সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি মানুষকে নানা ধরনের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো মানুষকে তার ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদান করা।

৭. **কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা :** মানুষের স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত জীবন যাপনের জন্য সুস্থ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য। যেসব প্রতিকূল অবস্থা এই স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে সেগুলো দূর করে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৮. **সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করা :** পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলার অক্ষমতা থেকেই বহুমুখী জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তাই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সমাজকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৯. **পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন :** মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১০. **সম্পদের সদ্ব্যবহার ও জনঅংশগ্রহণে উৎসাহিত করা :** সমাজকল্যাণ বিশেষ করে নিজস্ব সম্পদের দ্বারা সমস্যা সমাধানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুষ্ঠু ও সর্বোত্তমভাবে সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সমাজকল্যাণের লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গতিশীল। দেশ ও কালভেদে সমাজের প্রয়োজন, চাহিদা ও সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। সমাজকল্যাণ মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত, ও সমষ্টিগত সমস্যার সমাধান করে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে– যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার সুপ্তক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্য?

ক) সর্বজনীন কল্যাণ সাধন করা খ) শ্রেণি বৈষম্য দূর করা

গ) মানবসম্পদ সৃষ্টি করা ঘ) স্বাবলম্বী করে তোলা

২। সমাজকল্যাণ কোন ধরনের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে?

ক) সুষ্ঠু খ) দলীয়

গ) জটিল ঘ) সমষ্টিগত

পাঠ-৪.৩ সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ (Social Work and Social Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৩.১ সমাজকর্ম কাকে বলে তা বলতে পারবেন।

৪.৩.২ সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৩.১ সমাজকর্ম কী?

সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের এক আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া। আধুনিক জীবনের নানাবিধ মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। এটি মূলত একটি পদ্ধতিনির্ভর ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। আধুনিক শিল্পসমাজে পেশাগত সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের নীতি আদর্শ এবং কৌশল অনুসরণ করে যুগোপযোগী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধানে এবং সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উদ্ভব ঘটে সমাজকর্মের, যা বর্তমানে একটি পেশাগত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সমাজকর্ম সম্পর্কে ডব্লিউ. এ ফ্রীডল্যাণ্ডার বলেন, সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে অথবা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি ১৯৭০ সালে সমাজকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মকাণ্ড যা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে এবং সামাজিক পরিবেশকে এই লক্ষ্যে উপযোগী করে গড়ে তোলে।

সুতরাং সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় যে, সমাজকর্ম মূলত একটি পদ্ধতি এবং পেশাভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষকে সাহায্য করার এক প্রায়োগিক বিজ্ঞান যা সকল মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে এবং যথোপযুক্ত সামাজিক পরিবর্তন অর্জনে চেষ্টা করে।

৪.৩.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক

সমাজকর্মের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয়ই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে নিবেদিত। সমাজকল্যাণ হলো সমাজকর্মের লক্ষ্য আর সমাজকর্ম হলো সমাজকল্যাণ সাধনের অন্যতম সক্ষমকারী প্রক্রিয়া। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো :

১. সমাজকর্ম একটি পেশগত কার্যক্রম বা সেবা যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমধান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণের জন্য সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা জরুরি নয় ফলে যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে।

২. সমাজকল্যাণমূলক কাজ সমাজের যেকোন পেশাদার কিংবা অপেশাদার ব্যক্তি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সমাজকর্ম একটি পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতাভিত্তিক সেবাকার্যক্রম, যা পরিচালনার জন্য পেশাদার সমাজকর্মী প্রয়োজন।

৩. সনাতন সমাজকল্যাণ সাধারণত ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ থেকে করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয়। সমাজকর্ম পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ আশ্রিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া।

৪. সমাজকল্যাণ হলো একটা বৃহত্তম সিসটেম। সমাজকর্ম হলো একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও পেশা। বৃহত্তর সমাজকল্যাণ সিস্টেমের একটা উপাদান হলো সমাজকর্ম।

৫. সমাজকল্যাণ ব্যক্তিগত, দলগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যেকোন উদ্যোগে সম্পাদিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পেশাদার সমাজকর্ম সকল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পদিত হয়। সমাজকর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সেবাদান করে।

সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার জটিল ও বহুমুখী মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে। সনাতন সমাজকল্যাণমূলক সেবাব্যবস্থার পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃঙ্খল সেবাদানের একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম। দুইয়ের মধ্য পার্থক্য থাকলেও একে অপরের পরিপূরক। সামাজিক সম্পর্ক লাভে সমাজকর্ম মানুষের সামর্থ বৃদ্ধি করে ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায় এবং এ লক্ষ্যে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি কত সালে সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন?

ক) ১৯৬৫ সালে খ) ১৯৬৭ সালে
গ) ১৯৬৯ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে

২। কোনটি শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বা দর্শন থেকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত?

ক) সমাজকল্যাণ খ) সমাজকর্ম
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ) ইতিহাস

পাঠ-৪.৪ সমাজকর্ম ও সমাজসেবা (Social Work and Social Services)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৪.১ সমাজসেবা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৪.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজসেবার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৪.১ সমাজসেবা কী?

সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সমাজসেবা অন্যতম। অতীতে সমাজসেবা বলতে অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য গৃহীত সেবাকার্যক্রমকে বোঝানো হতো। সনাতন সমাজসেবা ছিল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গৃহীত ঐচ্ছিক কার্যক্রম। এগুলো তেমন সংগঠিতও ছিল না। বর্তমানে সমাজসেবা বলতে সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত সকল কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, সমাজে মানুষের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণ বিধানে সমাজকর্ম এবং অন্যান্য পেশাধারীদের তৎপরতাই হচ্ছে সমাজসেবা।

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকাতে বলা হয়েছে, সমাজসেবা প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে সরকারি অথবা বেসরকারি কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে পরিচিত যার মাধ্যমে আয়মূলক কর্মকাণ্ড, চিকিৎসা সেবা, গৃহায়ন ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশেষ কোনো দলের যত্ন ও সুরক্ষামূলক সেবা প্রদান করা হয় যা ক্রমান্বয়ে শিল্পায়িত সমাজে সমষ্টির দায়িত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমাজের সকল শ্রেণির জন্যই সংগঠিত হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত কার্যক্রম, এটি সরকারি বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সংগঠিত হয়ে থাকে। সমাজসেবা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত

এবং এটি ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে। সমাজসেবার আওতায় যেসব সেবা দেওয়া হয় তা হলো– সামাজিক সাহায্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক বীমা, শিশুকল্যাণ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, মানসিক স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, শ্রমিক সংরক্ষণ, গৃহসংস্থান প্রভৃতি।

৪.৪.২ সমাজকর্ম ও সমাজসেবার সম্পর্ক

সমাজসেবার ধারণাটি বেশ ব্যাপক এবং এটি সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো :

১. সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজসেবা সমাজকর্মের এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ সহায়তা করে।
২. উভয়ই মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ এবং এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করে।
৩. সমাজসেবা হলো মানবকল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্মীরা সহায়তা করেন।
৪. সমাজকর্ম ও সমাজসেবা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়েই পরিচালিত হয়ে থাকে।
৫. সমাজসেবার পরিধি সমাজকর্মের চেয়ে ব্যাপক।
৬. মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য গৃহীত সাধারণ কার্যক্রম হলো সমাজসেবা। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পরিচালিত হয়।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশা এবং ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান; অন্যদিকে সমাজসেবা হলো কতগুলো সুসংগঠিত কার্যক্রম যেগুলো বস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করা হয়। সমাজসেবার লক্ষ্য হলো কাঙ্ক্ষিত ও আংশিক প্রয়োজনপূরণে সচেষ্ট হওয়া। সমাজকর্মের বিশেষ ধারা বা কার্যক্রমকেন্দ্রিক ব্যবহারিক রূপ হলো সমাজসেবা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজসেবার সৃষ্টি–

i. দুঃস্থদের সেবা করার জন্য ii. কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য iii. সম্পদ আহরণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. সমাজসেবা ও সমাজকর্ম দুটি প্রত্যয় উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ফুটে উঠে–

i. অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ii. অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক iii. গভীর সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা (Social Work and Social Security)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৫.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৫.২ সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৫.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৫.১ সামাজিক নিরাপত্তা কী?

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবমূল্য এ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে তা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বস্তুত বেশকিছু প্রতিকূল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ব্যবস্থার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ নাগরিকদের মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বেশ কিছু ঘটনা বা বিষয় যেমন– বেকারত্ব, রোগ, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য, কর্মকালীন দুর্ঘটনা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য যেমন প্রতিকূল তেমন ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ ও সংকটময় জীবন বা পরিস্থিতি মানুষের অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং নৈতিক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বিশেষ বিপদকালীন সময়ে বিপদ হতে রক্ষার চেষ্টা করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী অসুস্থতা, বেকারত্ব, উপার্জনক্ষম পরিবারের সদস্যের মৃত্যু, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধকতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সাধারণ জীবন বিপর্যয় হতে সদস্যদের রক্ষাকল্পে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা।

উইলিয়াম বিভারিজ বলেন, বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা, বৃদ্ধবয়সে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু; বা জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের সময় অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে যখন কোনো পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন যে কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক নিরাপত্তা মূলত বেশ কিছু প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির সমষ্টি যা সমাজ বা রাষ্ট্র নাগরিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য গ্রহণ করে। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি শিল্পবিপ্লবের পর যার উন্মেষ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ বিষয়ে চিন্তা-চেতনা ও উদ্যোগ ঘনীভূত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কার্যকরভাবে এর প্রচলন শুরু হয়।

৪.৫.২ সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তার সাধারণ লক্ষ্য হলো সামাজিকভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে রক্ষা করা। সামাজিক নিরাপত্তার এ লক্ষ্য অর্জনের দুটি পথ হলো– সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বীমা। তবে, এ দুটি পথ ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনের আরও একটি পথ রয়েছে; সেটি হলো সমাজসেবা। অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা তিন প্রকার। যথা– ক) সামাজিক বীমা, খ) সামাজিক সাহায্য ও গ) সমাজসেবা ।

ক) সামাজিক বীমা : সামাজিক বীমা এমন এক সাহায্যদান ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির অবদান সাপেক্ষে তাকে তার বিপদকালীন সময়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সামাজিক সাহায্যে ব্যক্তির অবদান না থাকলেও সে বিপদকালীন সময়ে সাহায্য লাভ করে থাকে। কিন্তু সামাজিক বীমার আওতায় সাহায্য পেতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আর্থিক অবদান রাখতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

খ) সামাজিক সাহায্য : এটি মূলত সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এক ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা যেখানে সরকার তার রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করে থাকে।

গ) সমাজসেবা : সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বীমা অপেক্ষা সমাজসেবার পরিধি ব্যাপক। এটি মূলত এমন এক সংগঠিত সেবাদান ব্যবস্থা যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এটি ব্যক্তি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে যেসমস্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো :

ক. মাতৃত্ব সুবিধা
খ. চিকিৎসা সুবিধা
গ. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ
ঘ. সামাজিক বীমা-
   ১. প্রভিডেন্ট ফাণ্ড
   ২. অবসর ভাতা
   ৩. গোষ্ঠী বীমা
   ৪. গ্রাচুয়িটি
   ৫. বেনেভোলেন্ট ফাণ্ড
ঙ. সামাজিক সাহায্য
চ. সমাজসেবা

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো চলমান কর্মসূচি। এছাড়াও বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাভুক্ত হয়েছে।

৪.৫.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

প্রথমত : সমাজকর্ম মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধানে সদা সচেষ্ট। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষম ও অসহায়দের মৌল প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার গ্রহণযোগ্য মানের নিশ্চয়তা বিধান করে সুখী সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত : সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের কল্যাণে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সমাজকর্ম মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী অবস্থা দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

তৃতীয়ত : সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো– সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে সৌর্হাদ্যমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্য এক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরূপ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক বৈষম্য কিছুটা কমিয়ে সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

চতুর্থত : সমাজকর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য সবর্জনীন কল্যাণমুখিতা। সামাজিক নিরাপত্তা বিভিন্নমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে জনকল্যাণে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চমত : সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

সমাজের মানুষের অক্ষমতা, দুঃস্থতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে এবং বিপর্যয় মুহূর্তে রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও সমর্থনদানের ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বেসরকারি পর্যায়েও এ ব্যবস্থা প্রচলিত হতে পারে। সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণসহ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নিরাপত্তা কেমন প্রতিষ্ঠান?

ক) আত্মকেন্দ্রিক খ) স্বেচ্ছামূলক

গ) মানবতামূলক ঘ) প্রতিরক্ষামূলক

২। সামাজিক নিরাপত্তা হলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের আয় সহায়তা বিধান। এতে প্রকাশ পায়–

i. আর্থিক সহায়তা ii. সামাজিক বিধান iii. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৬ সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন (Social Work and Social Change)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৬.১ সামাজিক পরিবর্তন কী তা বলতে পারবেন।

৪.৬.২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলতে পারবেন।

৪.৬.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৬.১ সামাজিক পরিবর্তন কী?

পরিবর্তন হলো এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। সেদিক থেকে বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। তবে সমাজের এই রূপান্তর বা পরিবর্তন সব সময়ই একরকম হয় না। সমাজ কখনো উন্নতির পথে অগ্রসর হয় আবার কখনো সমাজের গতি ব্যাহত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি, অনুশাসন ইত্যাদির সম্মিলিত বা সামষ্টিক রূপই হলো সমাজব্যবস্থা। সামাজিক পরিবর্তনে সমাজের এই সমস্ত উপাদানগুলো তার পুরাতন অবস্থা হতে নতুন অবস্থায় উন্নীত হয়। সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোয়েনিং সামাজিক পরিবর্তন বলতে মানুষের জীবনযাপন রীতিতে সংঘটিত পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদানের কারণে হয়ে থাকে।

অন্যদিকে রবার্ট এল. বার্কার তাঁর সমাজকর্ম অভিধানে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সময়ের ব্যবধানে একটা সমাজের আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাতে যে পরিবর্তন আসে তাকেই বুঝিয়েছেন। পরিবর্তনের কারণ একটি নয় বরং বহুমাত্রিক। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র কখনো স্থায়ী, কখনোবা অস্থায়ী; কখনো প্রগতিশীল কখনো পশ্চাৎমুখী, কখনো পরিকল্পিত, কখনো অপরিকল্পিত; কখনো একমুখী, কখনো বহুমুখী হতে পারে। তবে এই পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক ঘটনা। এ পরিবর্তন দু'ভাবে ঘটতে পারে। যেমন– ক) প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও খ) পরিকল্পিত পরিবর্তন ।

ক. প্রাকৃতিক পরিবর্তন : এটিকে অপরিকল্পিত পরিবর্তনও বলা হয়। সময়ের ব্যবধানে বা অন্যান্য কারণে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ও সামাজিক ব্যবস্থাতে যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবর্তন বলে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

খ. পরিকল্পিত পরিবর্তন : উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজের যে পরিবর্তন আসে তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলা হয়। শিল্পায়ন ও নগরায়ন তার উদাহরণ। প্রাকৃতিক বা পরিকল্পিত যে ধরনেরই সামাজিক পরিবর্তন হোক না কেন সমাজজীবনে এগুলোর কম বেশি ভালো ও মন্দ উভয় প্রভাব থাকবেই।

৪.৬.২ সামজিক পরিবর্তনের কারণ

প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো একটি কারণকে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এককভাবে দায়ী করা চলে না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বিভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন। ব্যক্তির সচেতনতা, কাঠামোগত পরিবর্তন, বাহ্যিক প্রভাব, বিপ্লব, যুদ্ধ, অভিন্ন উদ্দেশ্য এই সমস্ত উপাদানের প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য সাধারণ কারণগুলো হলো :

ক. প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক কারণ : ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু সে এলাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

খ. রাজনৈতিক কারণ : রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজকাঠামোর ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের সমাজজীবনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

গ. অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় রূপান্তর ঘটলে সমাজকাঠামো, চিন্তাধারা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

এছাড়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণ, জনসংখ্যা কাঠামোতে পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজসংস্কার, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি নানা কারণে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন কখনো একটি কারণে আবার কখনো একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সাধিত হতে পারে।

৪.৬.৩ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ভাবেই সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব নেতিবাচক হওয়ায় বা মঙ্গলজনক না হওয়ার ফলে সমাজে নানাবিধ জটিলতা ও সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যা ও জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে আধুনিক পেশাগত সমাজকর্মের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া ও কৌশলের পরিবর্তন সার্ধিত হয়েছে যুগে যুগে। সমাজকর্মের সুচনাই হয়েছে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলার জন্যই।

১. সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই পরিবর্তন জরুরি। সমাজকর্ম সমাজের ও সমাজস্থ মানুষের কাঙ্ক্ষিত জীবনমান নিশ্চিতকরণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী পরিবর্তন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মীকে সামাজিক পরিবর্তনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২. পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর সমাজকর্মের অন্যতম কাজ হলো মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সচেষ্ট করে তোলা যাতে তারা নিজেরাই সক্ষম হতে পারে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায়।

৩. সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়; আর তৈরি হয় বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা। সমাজকর্ম ঐ সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা মোকাবিলা করে মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

মূলত সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের রূপান্তর। এই পরিবর্তনের গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও ধীর-মন্তর। সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন, যেমন– সমাজের আয়তন, বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য অথবা এর সংগঠনের ধরনের পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। আবার সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজকাঠামোকে সুসংহত রাখে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে সহায়তা করে, এগুলোর যে কোনো রূপান্তরও সামাজিক পরিবর্তন নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সমাজের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য?

ক) পরিবর্ধন খ) পরিমার্জন
গ) পরিবর্তন ঘ) রূপান্তর

২। সমাজিক পরিবর্তন মূলত–
i. সমাজকাঠামোর পরিবর্তন
ii. সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন
iii. সামাজিক কার্যাবলীর পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৭ সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন (Social Work and Social Development)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৭.১ সামাজিক উন্নয়ন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.৭.২ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৭.১ সামাজিক উন্নয়ন কী?

সামাজিক উন্নয়ন ধারণাটি উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়ন মূলত একটি গতিশীল ধারণা এবং এটি সাধারণত অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত অবস্থায় উত্তরণকে নির্দেশ করে। উন্নয়ন হলো একটি ইতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়া।

অতএব বলা যায় সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজের এক ইতিাচক পরিবর্তন যার মাধ্যমে সমাজ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত বস্থায় উপনীত হয়। একটি সমাজব্যবস্থায় তখনই সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরা হয় যখন ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচারণ সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং একই সাথে জনগণের গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায়, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায়, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের অংশগ্রহণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। সামাজিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সকল দিকেরই ইতিবাচক পরিবর্তন।

Encyclopedia of Social Work in India এ বলা হয়েছে, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি সমষ্টিগত ধারণা, যা সমাজের প্রধান কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে এবং সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সমাজে রূপান্তরিত ও প্রবর্তিত হয়।

জেমস মিজলে এর মতে, সামাজিক উন্নয়ন বলতে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়।

সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন হলো, সামাজিক নীতি ও সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের জন্য এমন এক সুশৃঙ্খল পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত হয়, জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে এগুলো তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে।

৪.৭.২ সমাজকর্মের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। দুটি প্রত্যয়ই মানবকল্যাণে কাজ করে। উভয়েরই লক্ষ্য হলো সমাজস্থ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও :

ক. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা এবং তাদের ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন হলো উক্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সকল দিকের উন্নয়ন বা ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়ন করা। সুতরাং উভয়ের লক্ষ্য ও কর্মপরিধি এক ও অভিন্ন।

খ. সমাজকর্ম মানুষের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণে সদা সচেষ্ট। অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদির গতিশীলতা আনয়নে সচেষ্ট। সুতরাং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

গ. সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নে সচেষ্ট। সামাজিক উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করে মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে, মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে এবং মানুষের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করতে সমাজকর্ম তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. সামাজিক উন্নয়ন জনকল্যাণে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়ন হলো লক্ষ্য আর সমাজকর্ম হলো লক্ষ্য অর্জনের উপায়। কার্যকরভাবে সমাজকল্যাণ আনয়নের জন্য সমাজকর্মীদের সামাজিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা, কৌশল ও মূল্যায়ন বিষয়ে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাহায্য ছাড়া সমাজের কল্যাণ সাধন কোনোভাবে সম্ভব নয়। আবার দুইয়ের মধ্য কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিষয় অপরদিকে সামাজিক উন্নয়ন একটি তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। এই ধারণাকে বাস্তব রূপদানে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক উন্নয়ন একটি–

ক) মিশ্র ধারণা খ) গতিশীল ধারণা

গ) সনাতন ধারণা ঘ) সমষ্টিগত ধারণা

২। কেন সামাজিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের প্রয়োজন?

ক) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য

গ) সুসম উন্নয়নের জন্য ঘ) অংশগ্রহণের জন্য

পাঠ-৪.৮ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Work and Social Control)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৮.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী তা বলতে পারবেন।

৪.৮.২ সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৮.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী?

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত একটি পদ্ধতি বা কৌশল। এই পদ্ধতি বা কৌশল সমাজের সদস্যদের অসংযত ও সমাজ বিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে তাদের সাথে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। প্রত্যেকটি সমাজেই মানুষ কতগুলোা নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে চলে এবং এর ফলে সমাজব্যবস্থা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে। অন্যদিকে, মানুষ যখন এগুলোর পরিপন্থী কাজ করে তখন সমাজে দেখা দেয় নানা বিশৃঙ্খলা আর এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি।

Robert L. Barker সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে সমাজ বা সমাজের কিছু সদস্যদের এক সংগঠিত প্রয়াস বলে অখ্যায়িত করেছেন, যা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করে।

Robertson বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সমাজের সদস্যবৃন্দের সমাজস্বীকৃত পন্থায় কাঙ্খিত আচরণ করার একটি প্রক্রিয়া।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিরোধ হ্রাস করে সমাজের শান্তি সমুন্নত রাখে এবং সমাজকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। এগুলো হলো– জনমত, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র, আইন, আদালত, পুলিশ, জেলখানা, ধর্ম, আদব-কায়দা, পরিবার, উৎসব বা অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, পৌরানিক কাহিনী, প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি, নিষেধাজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতি।

৪.৮.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বহুবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যেমন–

ক. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। সমাজকর্মেরও লক্ষ্য হলো সামাজিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সাধন করা।

খ. সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল, সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রয়াস চালায়, যা সমাজকে স্থিতিশীল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণও তার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সচেষ্ট।

গ. সমাজকর্ম মানুষের ইতিবাচক আচরণ আনয়নে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান আচরণকে নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের কাঙ্ক্ষিত ধারায় আচরণ করতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত প্রাথমিক দল যেমন– পরিবার, বন্ধু, সহপাঠী এদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত সমাজের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আবার ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে হয়। অন্যদিকে, শাস্তির মাধ্যমে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয় তা নেতিবাচক, যা আবার শোষণমূলক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে পরিচিত। মূলত প্রত্যেক সমাজেই সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার

গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন হলো–

i. আইন ii. ধর্ম iii. রাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৯ সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার (Social Movement and Social Reform)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৯.১ সামাজিক আন্দোলন কী তা বলতে পারবেন।

৪.৯.২ সমাজসংস্কার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৯.৩ সমাজসংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৯.১ সামাজিক আন্দোলন কী?

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও দুটি ভিন্ন বিষয়। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার অন্যতম। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সামাজিক আন্দোলন হলো কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত উদ্যোগ। সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে *Oxford English Dictionary* তে বলা হয়েছে, কোনো নীতি বা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একদল লোক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "সামাজিক আন্দোলন হলো এমন একটি যৌথ উদ্যোগ যাতে সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো আইন বা সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে থাকে।"

সুতরাং বলা যায় যে, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন, সমস্যা সমাধান, অসন্তোষ দূরীকরণ ও শৃঙ্খলা আনয়নে মানুষের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রয়াসই সামাজিক আন্দোলন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক আন্দোলন হলো মানবাধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি।

৪.৯.২ সমাজসংস্কার কী?

সংস্কার শব্দটির অর্থ হলো কোনো বিষয়ের ক্ষতিকর দিকগুলোর অপসারণ করে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটানো অর্থাৎ সংস্কার হলো সংশোধন এবং এর মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে অধিকতর কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার এক

প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সমাজসংস্কার হলো সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ, সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সমাজের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর বা সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী তাকে সংশোধন ও পরিবর্তন করে সে স্থলে সমাজের কল্যাণ উপযোগী নতুন মূল্যবোধ, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তোলা। Robert L. Barker এর মতে, সমাজসংস্কার সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূণর্গঠন করে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী সমাজসংস্কার হলো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা, সামাজিক আচার-আচরণের ধরন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যক্রম।

সমাজসংস্কার একটি বহুমুখী পরিবর্তনকারী উদ্যোগ। সমাজসংস্কার বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার এবং সমাজের কুপ্রথা বা অন্যায় পদক্ষেপসমূহ দূর করে সমাজে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অর্জন করা সম্ভব। যুগে যুগে সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলো এ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। যেমন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন প্রভৃতি।

৪.৯.৩ সমাজসংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্ক

সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার একে অন্যের পরিপূরক। সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে গৃহীত সব কর্মসূচিই সামাজিক আন্দোলনের আওতাভুক্ত। সামাজিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের দুটি প্রক্রিয়া। উভয়ই ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও–

১. সমাজসংস্কার সাধারণত সীমিত পরিধিতে পরিচালিত হয়; অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলনের পরিধি ব্যাপক।
২. উভয়ই মানুষের কল্যাণ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।
৩. সামাজিক আন্দোলন সামাজিক কার্যক্রম বা কর্মসূচির মাধ্যমে ফল লাভ করে আর এরই মাধ্যমে সমাজসংস্কার সাধিত হয়।

সারসংক্ষেপ

সমাজসংস্কার সাধারণত জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির অবসান ঘটায়। আবার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটিয়ে সমাজসংস্কার করা হয়। জনমত গঠনের মাধ্যমে আইন প্রণেতাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যায়। আবার আইন যদি সমাজসংস্কারের রক্ষাকবচ হয় তাহলে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত আইন সমাজ সংস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জন করতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সকলের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে কী বলা হয়?
ক) অংশীদারিত্ব খ) সংশোধন
গ) পরিমার্জন ঘ) আন্দোলন

২। সংস্কার শব্দটির অর্থ কী?
ক) সংঘবদ্ধ খ) পরিবর্তন
গ) প্রগতি ঘ) পরিমার্জন

৩। কোনটি সংস্কার আন্দোলনের যুগ?
ক) অষ্টাদশ ও উনবিংশ খ) একবিংশ ও দ্বাদশ
গ) একাদশ ও দ্বাদশ ঘ) ষোড়শ ও উনবিংশ

পাঠ-৪.১০ সমাজসংস্কার আন্দোলন– সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাবিবাহ ও নারী শিক্ষা আন্দোলন (Social Reform Movement– Sati Practice Band, Hindu Widow Marriage and Women Education Movements)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.১০.১ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১০.২ হিন্দু বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.১০.৩ নারী শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পাঠ–৪.১০.১ সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন

ঊনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী বিশিষ্ট (হিন্দু ও মুসলিম) নেতাদের নেতৃত্বে অনেকগুলো সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠে। এই সকল সংস্কার আন্দোলন বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, ধর্মীয় সংস্কার সাধন, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে। এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এসব আন্দোলনের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন সমাজসংস্কারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

সতীদাহ শব্দের অর্থ হলো সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে আগুনে দাহ করা। তৎকালীন হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণের প্রথাই সতীদাহ প্রথা। সাধারণত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রথানুযায়ী মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবা স্ত্রীকে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হতো। এভাবে জ্বলন্ত আগুনে সদ্যবিধবার মৃত্যু প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। এটি সহমরণ প্রথা নামেও পরিচিত। নিষ্ঠুর ও অমানবিক এ প্রথার বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮২২ সালের ২০ শে মার্চ সমাচার দর্পন প্রত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮১৫-১৮১৭ সালের মধ্যে শুধু ঢাকা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস ও বেরেলিতে ১৫১৮ জন বিধবাকে জীবন্ত দাহ করা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনায় সতীদাহের আরও কিছু অমানবিক চিত্র ফুটে ওঠে।

১৮১১ সালে রাজা রামমোহন রায়ের 'ভাতৃবধূ দাহ' তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি এ কুপ্রথা উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে নিয়মিত আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। এ সময় জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন পত্র প্রত্রিকায় লেখালেখি, সেমিনারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এর নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি শুধু এ কুপ্রথার বিরোধিতাই করেননি বরং এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জোরালো গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলনের ফলে লর্ড বেন্টিং ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে আইন জারি করে সতীদাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইনটি প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এই আইন বাতিলের আবেদন জানায়। এ আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে গিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের একটি দল 'King in Council' এর নিকট আপিল করেন। রাজা রামমোহন রায় এ আপিলের বিরুদ্ধে এবং সহমরণ প্রথা কার্যকরের সপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের আলোকে একটা প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং বিলেতের House of Commons এ জমা দেন। অবশেষে বিলেতের House of Commons গোঁড়া হিন্দুদের আপিল নাকচ করে দেন। এভাবে সতীদাহ প্রথা বা সহমরণ প্রথা রহিতকরণে রাজা রামমোহন রায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন।

৪.১০.২ হিন্দু বিধবাবিবাহ আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশে সংগঠিত সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যায় হিন্দুসমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর পণ্ডিত ব্রাক্ষণদের দৌরাত্ম্যের লীলাভূমি। নারী জাতি ছিল অসহায় ও নির্যাতিত নারী জাতি রাজা রামমোহন রায়ের যুগান্তকারী সমাজসংস্কারের ফলে সতীদাহ প্রথা

হিন্দুসমাজ থেকে উচ্ছেদ হলেও বিধবা নারীরা এক নিদারুন অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো। সমাজ তাদেরকে এক পৃথক চোখে দেখতো।

তখনকার উচ্চ শ্রেণির ব্রাক্ষণরাও বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিল এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কুলীন ব্রাক্ষণদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে ধন্য হতো। অনেক হিন্দুসমাজে কুল বা বংশ রক্ষার জন্য ব্রাক্ষণদের মাঝে অল্প বয়সী কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু পতি মৃত্যুবরণ করার ফলে অল্পবয়সী বিধবারা অমানবিকভাবে পূর্ণজীবন অতিবাহিত করত। তখন কোনো বিধবা পূণর্বিবাহ করলে এই দম্পতিদের সন্তান সমাজে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি পেত না। এমনকি উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত হতো। এরই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজের অধিকার বঞ্চিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কুসংস্কার আচ্ছন্নতা থেকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূরীকরণে সমাজসংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তিনি বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ সরকারের নিকট আবেদন করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয়। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন লর্ড ডালহৌসি।

বিধবা বিবাহ আইন পাস হবার পর এই আইন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে বাস্তবায়ন করেন। বিদ্যাসাগর ১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট স্বীয়পুত্র নারায়নচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে এক বিধবার সাথে বিয়ে দিয়ে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৪.১০.৩ নারীশিক্ষা আন্দোলন

নারীরা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল দিক থেকেই তারা ছিল বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবমনে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সারা বিশ্বে নারী জাগরণের সূচনা ঘটে। ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসের এক স্মারকলিপিতে নারীসমাজ উল্লেখ করে, নারীর শ্রমের ও কাজের অধিকারের জন্য ও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগের জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। ১৭৯৩ সালে ঘোষিত "মানুষের অধিকার" সংক্রান্ত কনভেনশনে প্রথমে নারীর অধিকার সংক্রান্ত কোনো কথা না থাকলেও পরবর্তিতে ফরাসি নারীদের আন্দোলনের মুখে ১৭ নং ধারায় নারীর অধিকার সংযোজন করা হয়। এসব অধিকারের অন্যতম হলো শিক্ষার অধিকার। শিক্ষিত নারী দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি শিক্ষিত হবে। তাইতো নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" নারীশিক্ষায় অবদান রেখে আমাদের সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে নওয়াব ফয়জুন্নেসা ও বেগম রোকেয়া।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা কুমিল্লা জেলার সম্ভ্রান্ত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। নারীদের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের জন্য তিনি নিজ গ্রামে মেয়েদের জন্য এম.এ. স্কুল, কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল ও একটি পাঠশালা, পশ্চিম গাঁওয়ে স্বীয় কন্যার নামে বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় ও বদরুন্নেসা মেমোরিয়াল হল প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো নওয়াব ফয়জুন্নেসার অমর কীর্তি যা আজও নারী শিক্ষায় অবদান রাখছে।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এক দুঃসাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে স্বল্প পুঁজিতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর নামানুসারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯২৯ সালে কলকাতায় বেগম রোকেয়া 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতায় পশ্চিম বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া 'Education ldeals for the Modern Indian Girls' শীর্ষক এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরেন। বেগম রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম দিয়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, ধ্যানধারণা, মূল্যাবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে চরম আঘাত হানেন। মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধ বাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম । নারীকল্যাণের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান তাই অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

যুগে যুগে মানবহিতৈষী দর্শন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজ সেবায় মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কখনো নিজ প্রচেষ্টায় কখনো যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, কুপ্রথা, ক্ষতিকর রীতিনীতির মুলোৎপাটনের মাধ্যমে সমাজজীবনকে সুচারুরূপে পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক ও মানব হিতৈষীগণ। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় আজ সমাজ পুনর্গঠিত হয়েছে; হয়েছে গতিশীল। তাই গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখিত মানবহিতৈষীদের অবদান অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সতী শব্দের অর্থ কী?
ক) সঙ্গী সাথী খ) আগুনে পোড়ানো
গ) সতী-সাধ্বী স্ত্রী ঘ) সহমরণ

২। লর্ড বেন্টিঙ্ক কত সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন?
ক) ১৮১১ খ) ১৮২৯
গ) ১৮১৮ ঘ) ১৮১৯

৩। বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?
ক) সামছুন্নাহার খ) নওয়াব ফয়জুন্নেসা
গ) বেগম রোকেয়া ঘ) নওয়াব বদরুন্নেসা

৪। ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম প্রথা সতীদাহ প্রথায় প্রকাশ পায়–
i. বর্বরতা
ii. অমানবিকতা
iii. ধর্মীয় গোঁড়ামী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আধুনিক সমাজকর্ম কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি খ) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
গ) প্রথা ঘ) কুসংস্কার

২। কত সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়েছিল?
ক) ১৭২৯ সালে খ) ১৮২৯ সালে
গ) ১৬২৯ সালে ঘ) ১৯২৯ সালে

৩। সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ হলো–
ক) বার্ধক্যের নির্ভরশীলতায় পরিচালিত কার্যক্রম খ) শিল্পদুর্ঘটনা ও বিকলঙ্গতায় গৃহীত কর্মসূচি
গ) বেকারত্বজনিত অক্ষমতায় প্রচলিত কর্মসূচি ঘ) অসুস্থতাজনিত সেবা কার্যক্রম

৪। সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ এর মধ্য সাদৃশ্য হলো উভয়েই–
i. মানবকল্যাণে নিয়োজিত
ii. সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সংগঠিত সেবা কার্যক্রম
iii. শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। কী কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়?
i. প্রাকৃতিক কারণ
ii. ধর্মীয় আদর্শগত কারণ
iii. জনসংখ্যার পরিবর্তনজনিত কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হলো–
i. পরিবার ii. রাষ্ট্র iii. গণমাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?
ক) একতা খ) সততা
গ) শৃঙ্খলা ঘ) পরিবর্তনশীলতা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। এশাদের গ্রামের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে না। নানা বাধাবিঘ্নের কারণে নারীশিক্ষার হার কম। এশা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উজ্জীবিত করে। গ্রামের বিত্তশালীদের সহায়তায় গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।
ক) সামাজিক পরিবর্তন কয় ধরনের? ১
খ) সমাজসংস্কার বলতে কী বুঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে এশা কোন মহীয়সী নারীর আদর্শে উজ্জীবিত?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) "সমাজকর্মে এই ধরনের উদ্যোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ "– কথাটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জনাব আইয়ুব হোসেন একজন ধর্মভীরু ধনী ব্যক্তি। তিনি ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় পরকালীন মুক্তির আশায় মানুষের সেবা করে থাকেন। অন্যদিকে জালাল সাহেব সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি তার সেবাকর্মের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন।
ক) ধর্ম গোলা কী? ১
খ) শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২
গ) জনাব আইয়ুব হোসেনের সেবাকর্ম ও জালাল সাহেবের সেবাকর্মে সমাজকর্মের কোন কোন ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) জনাব আইয়ুব হোসেন ও জালাল সাহেবের সমাজকল্যাণমূলক কাজ সমাজকর্মের যে দুটি ধারণাকে প্রতিফলিত করে তাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ঘ ২।ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৪ : ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। ঘ